ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কঙ্গনা, আলিয়াই তো বলিউডের রানি

পৃঃ ৫

১৮২ হাঁকিয়ে স্টোকস জানালেন, এখন তিনি শুধুই ব্যাটার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৯ ● কলকাতা ● ০১ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বামেরা গোটা বিশ্বের

সর্বনাশ ডেকে এনেছে! তোপ ভাগবতের

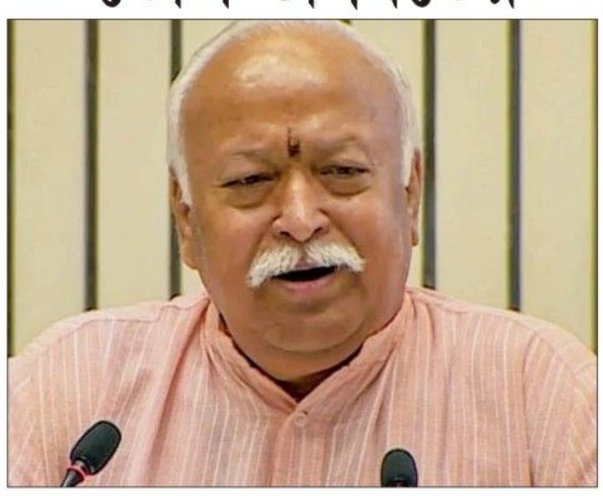

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বামপন্থী বিচারধারা ভয়ংকর। ক্ষতিকর। দাবি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের । তাঁর কথায়, 'স্কুলের শিশুদের তাদের গোপনাঙ্গের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত। এটা বামপন্থী মানসিকতা। এমন বিচারধারার মানুষদের মনে হয় তারা সর্বশক্তিমান। বামপন্থীরা নিজেদের ভগবান মনে করেন।ওই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তিশ্রী পণ্ডিত। তাঁকে বলতে শোনা যায়, হিন্দু হিসাবে গর্ববোধ করি। আরএসএসের সঙ্গে রয়েছি এতেও গর্ববোধ হয়। কারণ অতি বামেদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে এটা দরকার। সাাবিত্রীবাই ফুলে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে কীভাবে ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'নানা সমস্যার মধ্যে আমি মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি বলতে পারি জেএনইউর থেকেও বেশি বাম মনোভাবাপন্ন ছেলে মেয়েরা রয়েছে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুণেতে এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।' এর আগে তিনি পুণেতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

এরপর ৩ পাতায়

নতুন সংসদ ভবনের আকৃতি ত্রিভূজাকার,

গোলাকৃতি নয় কেন? এর পিছনের কারণগুলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদে বিশেষ অধিবেশন চলছে। আর মঙ্গলবার থেকে নতুন সংসদ ভবনে কাজ শুরু হবে। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করা হয় ২০২৩-এর ২৮ মে। নতুন সংসদ ভবন ত্রিভূজাকৃতির, এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সংসদ ভবন তৈরি করা হয়েছে। এই ভবনটি দেশের অগ্রগতির প্রতীক। পাশাপাশি এটি সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পেরও অংশ।পিটিআই-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী নতুন সংসদ ভবনের স্থপতি বিমল প্যাটেল জানিয়েছেন, নতুন এই ভবনিটে একটি ত্রিভূজের আকারে ডিজাইন করা হয়েছে। এর আকৃতি বৈদিক সংস্কৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। একটি ত্রিভূজাকার প্লটের তিনটি অংশ। লোকসভা, রাজ্যসভা এবং কেন্দ্রীয় লাউঞ্জ। ত্রিভূজাকার আকৃতি দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পবিত্র জ্যামিতির প্রতীক।

তিনি আরও বলেছেন, এর ধর্মীয় গুরুত্বও রয়েছে। আমাদের অনেক পবিত্র গ্রন্থে ত্রিভূজের আকৃতির গুরুত্ব রয়েছে। শ্রীযন্ত আকৃতিতে ত্রিভূজাকার এবং তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও ত্রিভূজের প্রতীক। এই কারণে ত্রিভূজাকৃতি নতুন সংসদ ভবনের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও শুভ।লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পুরনো সংসদ ভবন আকৃতিতে বৃত্তাকার, কিন্তু নতুন সংসদ ভবনটি ত্রিভূজাকার। এর পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে। ত্রিভূজাকার হওয়ার পিছনে বৈদিক সংস্কৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নতুন সংসদ ভবনে পুরনো ভবনের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে।

লোকসভার নকশা করা হয়েছে জাতীয় পাখি ময়ূরের থিমের ওপরে। সেখানে ৮৮৮ জন সদস্যের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যসভার নকশা করা হয়েছে জাতীয় ফুল পদ্মের ওপরে। সেখানে ৩৪৮ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। যৌথ অধিবেশন হলে নতুন এই সংসদ ভবনে ১২৭২ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

কয়লাকাণ্ডে ফের তৎপর ইডি,

এমন ব্যক্তিকে তলব করা হল, শুনেই ঘুম উড়লো অনেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বর্তমানে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তোলপাড়। সক্রিয় ইডি-সিবিআই। এরই মাঝে ফের কয়লা পাচারকাণ্ডে অনুপ মাঝি ওরফে লালাকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ওদিকে যখন কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন তখন তার কাছে সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ ছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করা যাবেনা বলে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আর এবার দুবছর পর ফের লালকে তলব করল আরেক তদন্তকারী সংস্থা ইডি।জানা যাচ্ছে বুধবার ইডির দিল্লির সদর দফতরে সকাল ১১টার মধ্যে তাকে হাজির হতে বলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।

সূত্রের খবর, লালার একাধিক অফিসে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ নথি উদ্ধার করা হয়েছে। আর সেই নথি থেকেই বেআইনি আর্থিক লেনদেনের খোঁজ মিলেছে। এর জেরেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। যদিও এবারে লালা তলবে সাড়া দেবেন কিনা সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে। আগের মতো

এরপর ৩ পাতায়

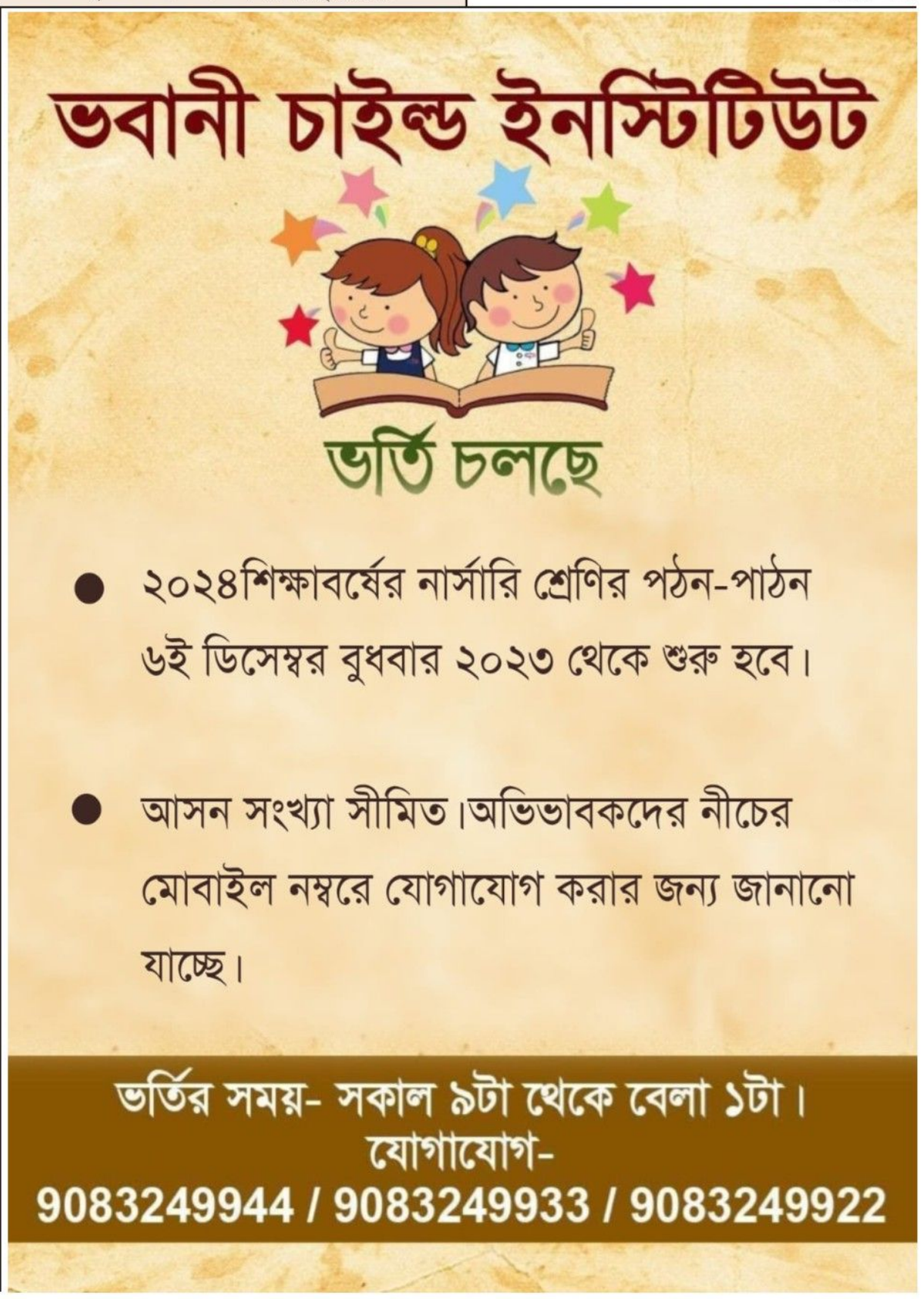

সোমবার অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কড়া হুঁশিয়ারি, রাতারাতি অনামিকাদের নিয়োগপত্র সংগ্রহ করার নোটিস এসএসসি-র

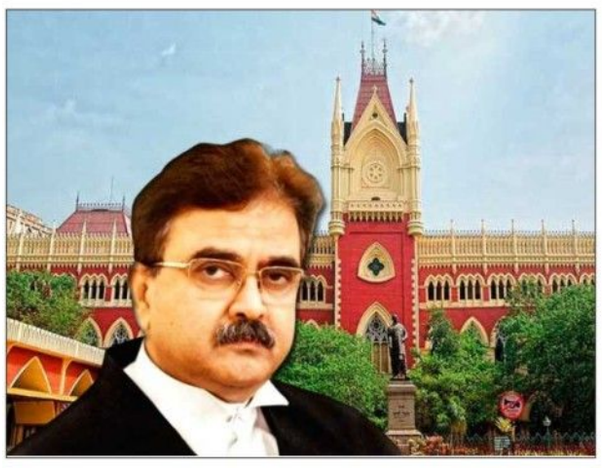

জলপাইগুড়ি : নিউজ সারাদিন : মন্ত্রীকন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর স্কুল শিক্ষিকার চাকরি পাওয়ার কথা ছিল অনামিকা রায়ের। কিন্তু আদালতের নির্দেশের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও নিয়োগপত্রই হাতে পাননি তিনি। এরপরই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কাছে রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি। তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে, সন্ধেয় বের করা হয় একটি বিজ্ঞপ্তি। সেখানে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাঁকে ও আরও কয়েকজনকে নিয়োগপত্র নিতে দেখা করতে বলা হয় । আর তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে বের হল নোটিস। অনামিকার দাবি, সোমবার শুনানির পরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে নোটিস দেয় এসএসসি। নম্বর কম পেয়েও দিব্যি চাকরি করছিলেন কোচবিহারের স্কুলে। শেষমেশ, হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরি খোয়াতে হয়েছে মন্ত্রী কন্যা পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে। কিন্তু তারপরে যাঁর চাকরি পাওয়ার কথা তিনি যে কাজ করছিলেন তা ছেড়ে চার মাস বাড়িতে বসে। অথচ হাতে পাননি জয়েনিংয়ের চিঠি।

অনামিকার কথায়, ১৬ মে তাঁকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কাজে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু ৩ সপ্তাহের মধ্যেও তো হয়ইনি। মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে ৪ টি মাস। এর মধ্যে জুলাই মাসে তিনি স্কুলের রেকমেন্ডেশন পান। অর্থাত কোন স্কুলে তাঁকে নিয়োগ করা হবে তাঁকে জানানো হয়। এরপর পর্ষদ থেকে ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হয়। এরপর ৩ অগাস্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষদে তাঁর ভেরিফিকেশন হয়। ২৯ জুলাই কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে হয় তাঁর মেডিক্যাল টেস্ট। একই সময়ে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্যও 'কল' আসে তাঁর কাছে। সেই মোতাবেক কাগজপত্রও জমা করেন অনামিকা। কিন্তু সোমবার পর্ষদ আদালতে দাবি করে, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকায় অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া যায়নি।

পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়, চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগপত্র না পাওয়া নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে দেন হুঁশিয়ারিও। বিস্তারিত জানতে চেয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কাছ থেকে রিপোর্ট চান বিচারপতি । তিনি নির্দেশ দেন, মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে শিলিগুড়ি কমিশনারেটকে জমা দিতে হবে।

এবার কি আদালতের নির্দেশের পর হাতে নিয়োগপত্র পাবেন অনামিকা ? উত্তর মিলবে ২০ সেপ্টেম্বরই।

বাড়তে পারে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে

নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাংলার আরও বেশি সংখ্যক তরুণ ও বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এবার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তাঁরা রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৭ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করতে চাইছেন।৩ বছরের এই নিয়োগসীমা বাড়িয়ে দিলেই ইচ্ছুক ও যোগ্য যুবক-যুবতীদের একটা বড় অংশ কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় বসতে পারবেন। পাশাপাশি শারীরিক মাপজোকের ক্ষেত্রেও বেশকিছু পরিবর্তন আনতে চাইছেন পুলিশের কর্তারা। এই বদলের জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর। এতে কোনও প্রকার আইনি সমস্যাও যাতে না-হয় সেটাও নিশ্চিত করতে চান তাঁরা। তারপর পুরো বিষয়টি নবান্নের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। সেখানে সেই প্রস্তাবে সায় মিলবে বলেও জানা গিয়েছে নবান্নের সূত্রে। রাজ্য সরকার চাইছে ২৪'র ভোট যুদ্ধের আগে কনস্টেবল নিয়োগের একটি পরীক্ষা নিয়ে নিতে। সেক্ষেত্রে চলতি বছরের শেষ দিকেই সেই পরীক্ষা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যেমন একপ্রস্থ কথা বলেছেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তারা তেমনি এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নবান্নেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এখন সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৭ বছর। সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত ছাড়। এবার সেখানেই আরও ৩ বছর বাড়াতে চলেছে মমতার সরকার।রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ ছিল। তাই বহু যুবক-যুবতী আবেদন করতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্প্রতি ফের শুরু করেছেন। পুলিশ বাহিনীতে শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সরকার আরও চায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ মোকাবিলায় থানা ও ফাঁড়িগুলিতে বেশি সংখ্যায় পুলিশ কর্মী পাঠাতে। কিন্তু সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক দিন বন্ধ থাকায় বহু ইচ্ছুক ও তরুণ যুবক-যুবতীর বয়সসীমা ২৭ পেরিয়ে গিয়েছে। যুব শ্রেণির এই অংশটি পুলিশের চাকরির পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে দীর্ঘদিন ধরে দৌড়, লংজাম্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই যুবক-যুবতীরাই স্রেফ নিয়মের গেরোয় পড়ে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছেন না। এর ফলে তাঁদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে অসন্তোষও। এই যুবক-যুবতীদের কথা মাথায় রেখেই তাঁদের আবেদনের বয়সসীমা বৃদ্ধির ভাবনাচিন্তা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী, যাতে সায় দেন পুলিশের কর্তারাও। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই তাঁরা নিয়োগের বয়সসীমা তাই ৩ বছর বাড়ানোর পথে হাঁটা দিচ্ছেন।

ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠল

মালদহের বামনগোলা মদিপুকুর হসপিটালের বিরুদ্ধে

আমিরুল ইসলাম, বামনগোলা ,মালদা : নিউজ সারাদিন : আবারো ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠল মালদহের বামনগোলা মদিপুকুর হসপিটালের বিরুদ্ধে। চিকিৎসায় গাফিলতিতে কারণে এক রোগীর মৃত্যু হয় অভিযোগ ।মহিলার মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদহের বামনগোলা ব্লকের মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল। জানা গেছে মদিপুকুর এলাকার বাসিন্দা অনিমা বর্মন(৩৫) জ্বরে হয়েছিল। তাকে পরিবারের লোকেরা সোমবার সন্ধ্যায় মদিপুকুর হসপিটালের নিয়ে আসলে। তাকে ভুল ইনজেকশন করা হয় এমনটাই অভিযোগ। ইনজেকশন করার পরেই রোগী মারা যাওয়া সেই পরিস্থিতিতেই অনিমা বর্মনকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য পাঠানো হয় ।সেখানে নিয়ে গেলে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃতবলে জানিয়ে দেয় ।মারা যাওয়ার পরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য পাঠানো হয় এমনটাই অভিযোগ। মহিলার ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। তার জেরে সোমবার রাতেই রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা রোগের মৃত্যু ঘিরে হাসপাতালে চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ।প্রায় রাত দুটা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ অবশেষে বামনগোলা থানার পুলিশ এসে সামালদেয় ।পরিবারের অভিযোগ ওই মহিলার জ্বর থাকার জন্য রোগীর পরিবারেরা স্থানীয় মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করায়। সে সময় চিকিৎসক ইনজেকশন দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েন । তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যার যারে পরিবারের অভিযোগ স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয় ওই রোগীর। রোগী মৃত্যুর ঘিরে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পরিবারের লোকেরা। এ বিষয়ে পরিবারের এক সদস্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি বলেন-মুদি পুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে তাদের পরিবারের রোগীর মৃত্যু হয়েছে।পরিবারে তরফে লিখিতঅভিযোগ জানানো হবে সিএমএইচ কে বলে জানানো হয়।

এই বিষয়ে বামনগোলা বিএমএইএচ সুদিপ কুন্ডু বলেন-এক মহিলা গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন সেই সময় রোগীর পরিবারের লোক স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করায় ঠিক না হওয়ায় সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেই সময় ওই রোগীকে চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু ওই রোগীর অবস্থা অবনতি হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।পথেয় ঐ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্যে যোগ চিকিৎসার ডাক্তারি কোর্স,

'যোগশ্রী'র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শেষ পর্যন্ত মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ সফল হল। এবার রাজ্যে শুরু হয়ে গেল যোগ চিকিতসার ডাক্তারি কোর্স। ১১ জন নিট উত্তীর্ণ পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হল বেলুড়ের যোগ মেডিক্যাল কলেজে 'যোগশ্রী'র ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া। কাউন্সেলিংয়ের প্রথম দফায় এই সাড়া মেলায় খুশি নবান্ন।রাজ্যের যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিলের সভাপতি তুষার শীল জানান, কলেজটি ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট। এই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের যোগের পাশাপাশি প্রাকৃতির উপাদান ব্যবহার করে চিকিৎসা করার শিক্ষা দেওয়া হবে। স্নাতক স্তরে পঠনপাঠন হবে। সূর্যের আলো কিংবা বাতাসের মতো প্রাকৃতিক উপাদান কীভাবে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগতে পারে, তা শেখানো হবে পড়ুয়াদের। এটাই পূর্ব ভারতের প্রথম যোগ মেডিক্যাল কলেজ। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, আরএমও, ডেন্টিস্ট, ইএনটি সার্জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান, জেনারেল ডিউটি অ্যাটেন্ড্যান্ট সহ মোট ১০১টি পদে নিয়োগ হয়।মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই এটা সফল হল। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের অনুমতিক্রমে কলেজের নাম বদলে রাখা হয় 'যোগশ্রী' কলেজ। আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল এই যোগ কলেজের আউটডোর বিভাগ। এবার শুরু হচ্ছে কলেজ, হাসপাতাল, পঠনপাঠন।কারণ পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম সরকারি যোগ মেডিক্যাল কলেজ। আজ, কাল দুদিন প্রথম দফার ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে।

প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৪ জন ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি। কলেজের অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের আয়ুর্বেদ অধিকর্তা ডা দেবাশীষ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম বছর হিসাবে এটা যথেষ্ট ভাল সাড়া। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। আশা করি ৫০ টি আসনই ভর্তি হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের সবাই এই রাজ্যের বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যোগ কাউন্সিল গঠন করে যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিতসাকে সুসংহত করার চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তী কালে কাউন্সিলের দাবি মেনে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরি হয় যোগ মেডিক্যাল কলেজের জন্যে।

'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি পালনে

বিভিন্ন সরকারি দফতরে নানা উদ্যোগ গ্রহণ

কলকাতা ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পক্ষকালব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান পালনের জন্য জনগণের অংশীদারিত্ব বাড়াতে গত শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) নতুন দিল্লিতে এক উদ্যোগ শুরু হয়। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' নামে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, নগর ও আবাস দফতরের মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী এবং গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং। ৭৩ লক্ষ ৬২ হাজার শৌচাগার নির্মাণ করে কেন্দ্রীয় সরকার নগর এলাকার দরিদ্রদের সম্মান প্রদানের পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। এর মধ্যে মোট ৬৭ লক্ষ এক হাজার শৌচাগার নির্মিত হয়েছে বাড়িতে বা। ৬ লক্ষ ৫২ হাজার তৈরি হয়েছে সুলভ শৌচালয় হিসেবে।

পশ্চিমবঙ্গে এই 'স্বচ্ছতা হি সেবা' পক্ষ উদযাপনের জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এনএসএস ছাড়াও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর পক্ষে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তর পূর্বের সদর দফতর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রতট পরিস্কার করার কর্মসূচি পালন করে। ওড়িশার পারাদ্বীপ, পুরী, বালেশ্বর এবং পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া, ফ্রেজারগঞ্জ(বকখালি) এবং কলকাতায় এই অভিযান হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপকূলরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার, ইন্সপেক্টর জেনারেল ইকবাল সিং চৌহান বকখালি সমুদ্রতটে ফ্রেজারগঞ্জের আইসিজিএস বাহিনীর সঙ্গে এই অভিযানে অংশ নেন। প্রধান অতিথি ছিলেন গঙ্গাসাগর-বকখালির উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান

এরপর ৩ পাতায়

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে গণেশ পূজার উদ্বোধনে নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল

১-ম পাতার পর

কয়লাকাণ্ডে ফের তৎপর ইডি, এমন ব্যক্তিকে তলব করা হল, শুনেই ঘুম উড়লো অনেকের

এবারও হাজিরা এড়িয়ে গেলে লালার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও ইডি সূত্রে খবর।প্রসঙ্গত, কয়লা পাচার মামলায় এই প্রথম নয়, এর আগেও অনুপ মাঝিকে বারংবার তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যদিও গোয়েন্দাদের ডাকে কোনও দিনই সেভাবে সাড়া দেননি লালা। প্রতিবারই কোনও না কোনও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গেছেন তিনি। শুধুমাত্র ২০২১ সালে কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। তবে হাল ছাড়েননি গোয়েন্দারা। ফের তাকে নিজেদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তে নামে সিবিআই। তারপরই উঠে আসে লালার নাম। কোমর বেঁধে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপর বারংবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হলেও তিনি হাজির হননি।

১-ম পাতার পর

বামেরা গোটা বিশ্বের সর্বনাশ ডেকে এনেছে! তোপ ভাগবতের

অধ্যাপিকা ছিলেন। পরে তিনি প্রথম জেএনইউ-এর উপাচার্য হন।

নিজেদের বৈজ্ঞানিক ভাবেন। আসলে তা নয়।'

রবিবার পুণেতে একটি মারাঠি পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মোহন ভাগবত। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি গুজরাটের একটি স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের একটি নির্দেশিকা আমার চোখে পড়ে। কেজি-টু ক্লাসের পড়ুয়ারা নিজেদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল তা জানার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যাচাই করে দেখতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। ভেবে দেখুন বামপন্থী সিস্টেম কতদূর পর্যন্ত সমাজে হামলা চালিয়েছে। বামপন্থীরা গোটা বিশ্বে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ভারতই পারে বিশ্বকে এই সংকট থেকে মুক্ত করতে।'

আরএসএস প্রধান আরও বলেন, 'বামপন্থীরা দুনিয়াজুড়ে সাংস্কৃতিক মার্কসবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা আমাদের সংস্কৃতির উপর হামলা। বামপন্থা, মার্কসবাদের নাম করে ওরা ভুল আদর্শ এবং সিদ্ধান্তের প্রচার করে চলেছে। যা সমাজের ক্ষতি করছে। এটা শুধু সমাজের নয় আমাদের পরিবারকেও প্রভাবিত করছে। সমাজের একজন সদস্য হিসাবে আমাদের এই বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। দুনিয়াকে এই সংকট থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব ভারতের।'

অধীরকে সামনে রেখে মোদীকে নিশানা সনিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাংসদদের মধ্যে সম্পর্কের গভীর বন্ধন নিয়ে আজ লোকসভায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বসার পরেই পরবর্তী বক্তা হিসাবে কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরীর নাম ঘোষণা হল। অধীর চৌধুরী, আগের অধিবেশনে কংগ্রেস কেন তাঁকে বলতে দেয়নি বলে বহুল কটাক্ষ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই।মোদী সরকারকে কটাক্ষ করে খড়্গে আরও বলেন, "সংবিধান পরিষদের ১১টি অধিবেশনে কোনও বাধাবিঘ্ন আসেনি। অম্বেডকর বলেছিলেন, কংগ্রেসের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। সে সময়ের লোকজন সবাইকে নিয়ে চলতেন। তখন দেশের ভিত তৈরির কাজ হচ্ছিল। ভিতের মধ্যে যে পাথর থাকে, তা দেখা যায় না। দেওয়ালে যে নাম লাগান, সেটাই দেখা যায়।" সংবিধানের গুণগান করে খড়্গে বলেন, 'সংবিধান নির্মাতাদের দেওয়া সংবিধানই আমাদের এখনও একত্রিত রেখেছে। এই সংবিধানই সবাইকে ভোটাধিকার দিয়েছে। স্বাধীনতার আগে শুধুমাত্র করদাতা, জমির মালিক, শিক্ষিতরাই ভোট দিতে পারতেন। জওহরলাল নেহরু, বাবাসাহেব অম্বেডকর সকলের জন্য ভোটাধিকার দিলেন। একজন ধনী, ধরা যাক আদানি, তাঁরও একটি ভোটের যে মূল্য, গরিব মানুষের ভোটেরও সেই একই মূল্য।'

আজ কিন্তু সেই অধীরের বক্তৃতা শোনার অপেক্ষা করলেন না তিনি। বিরোধী বেঞ্চের তরফে বক্তৃতা শোনার জন্য উচ্চকণ্ঠের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেই চলে গেলেন।

তবে প্রধানমন্ত্রী না থাকলেও কংগ্রেস সংসদীয় নেত্রী সনিয়া গান্ধী নিজে পাশে বসে অধীরকে দিয়ে আক্রমণ শানালেন মোদী সরকারকে। অধীর বলতে শুরু করার পর প্রথমে দেখা যায় সনিয়াও উঠে যাচ্ছেন। বিরোধীরা পাল্টা চিৎকার জুড়লে সনিয়া হেসে বলেন, 'আমি যাচ্ছি না, এখনই আসছি।' তাঁর ছেড়ে যাওয়া ব্যাগটি হাতে তুলে অধীরকেও বলতে শোনা যায়, 'চিন্তা নেই, উনি আসছেন।' একটু পরেই ফিরে এসে আসনে বসেন সনিয়া। গোটা সময় ধরে অধীরকে উৎসাহ এবং নির্দেশ দিয়ে যান।

তার পরে অধীর যোগ করেন, '১৯৪৬ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরমাণু গবেষণা কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা এগিয়ে গিয়ে ১৯৬৪ সালে ইসরো গড়ে তুলি। কিন্তু আজকে আমরা ইসরোকে কী বলে ডাকব? এই ভারত, ইন্ডিয়া বিভাজন কোথা থেকে উঠে এল?'

ট্রেজারি বেঞ্চ যত বার আজ চিতকার করে নাজেহাল করার চেষ্টা করেছে অধীরকে, পাশ থেকে চেঁচিয়ে সনিয়া বলে গিয়েছেন, 'তুমি বলে যাও! একদম থেমো না। আপনারা চুপ করুন! ওঁকে বলতে দিন।' অধীর যখন সিবিআই ইডি-কে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলেন, তখন সরকার পক্ষ চেঁচিয়ে ওঠে। সনিয়াকে ফের বলতে শোনা যায়, 'ও যা বলছে একদমই ঠিক। এটা সত্যি।'

অধীর বলে চলেন, 'আমরা হয়তো আগামী দিনে থাকব না। এই সংসদ ভবনও থাকবে না। কিন্তু ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে থেকে যাবে এই স্মৃতিগুলো। আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে যা বলে যাচ্ছি, সেগুলোই চিরকালের জন্য রয়ে যাবে। ঠিক যেমন ভাবে রাজেশ খান্না বাবুমশাইকে বলে গিয়েছিলেন, 'জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নহি।' আমাদেরও এই লাইনগুলি মনে রাখতে হবে।' বক্তৃতার পর সনিয়া অধীরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'খুব ভাল বলেছ।' পিছনে বসা রাহুল গান্ধীও করমর্দন করেন তাঁর সঙ্গে। অন্য দিকে রাজ্যসভায় কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়্গেও তাঁর বক্তৃতায় প্রথমেই ইন্ডিয়া-ভারত বিতর্কের দিকে ইশারা করে মোদী সরকারের নাম বদল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শায়েরি আওড়ে বলেন, 'বদলনা হ্যায় তো হালাত বদলো, অ্যায়সে নাম বদলনে সে কেয়া হোতা হ্যায়?'

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মকে সর্বসম্মতভাবে

সমর্থন জানাতে রাজ্যসভার সদস্যদের প্রতি আহ্বান

নতুন দিল্লি, ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন সংসদ ভবনের রাজ্যসভায় ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী আজকের দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি লোকসভায় তাঁর ভাষণের কথা স্মরণ করেন ও এই বিশেষ দিনে রাজ্যসভায় তাঁকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজ্যসভাকে সংসদের উচ্চকক্ষে হিসেবে পরিগণিত করা হয় বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সংসদকে গড়ে তোলা। দেশকে পথদিশা দেখানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে আলোচনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এটি দেশের স্বাভাবিক আশা। দেশের প্রতি এধরনের কাজ অধিবেশনের গুরুত্ব বাড়াবে।" প্রধানমন্ত্রী সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সংসদ কেবলমাত্র একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নয়, এটি আলোচনারও অন্যতম কেন্দ্রস্থল। রাজ্যসভায় সর্বদাই উন্নতমানের বিতর্ক শোনার সুযোগ হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নতুন সংসদ কেবলমাত্র একটি নতুন ভবন নয়, এ এক নতুন সূচনাও। অমৃতকালের প্রত্যুষে নতুন এই ভবন ১৪০ কোটি ভারতবাসীর মনে নতুন শক্তি সঞ্চয় করবে। প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যপূরণের ওপর জোর দিয়ে বলেন, দেশ এখন আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন, নতুন ভাবনা এবং জনগণের চাহিদা পূরণের নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। এখন প্রয়োজন চিন্তা ও কাজের প্রসার ঘটানো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সভা দেশের সবধরনের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে। শ্রী মোদী বিগত ৯ বছরের সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ওপর আলোকপাত করে বলেন, এর মধ্যে অনেক সিদ্ধান্তই দশকের পর দশক ধরে বকেয়া ছিল। "এই বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বড় ভুল বলে মনে করা হয়" বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকা সত্ত্বেও সরকার এই বড় পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সদর্থক সিদ্ধান্ত নেয়। দেশ এবং জাতির হিতার্থে গৃহীত এই পদক্ষেপগুলির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এক্ষেত্রে সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা ও সদর্থক মানসিকতার প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "রাজ্যসভার মর্যাদা সদস্য সংখ্যার জন্য নয়, পরস্পরকে বোঝার এবং সদর্থক মানসিকতার জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে।" এজন্য তিনি সভার সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকে গণতন্ত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। রাজ্যসভার ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশ একজোট হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। কেন্দ্র রাজ্য সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে করোনা অতিমারীর উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেবলমাত্র বিপদের সময় নয়, উৎসবের সময়ও ভারত বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ৬০ টির বেশি শহরে জি-২০-র বিভিন্ন কর্মসূচি এবং দিল্লিতে আয়োজিত শিখর সম্মেলন এই মহান দেশের বৈচিত্র্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৫০ বছরে যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে তা বর্তমানে কয়েক সপ্তাহে লক্ষ্য করা যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান সদনে আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করেছি। ২০৪৭ সালে এই নতুন ভবনে যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করা হবে, তখন তা হবে বিকশিত বা উন্নত ভারতের সাফল্যের উদযাপন। তিনি আরও বলেন, পুরনো ভবনে আমরা বিশ্ব অর্থনীতির পঞ্চম ধাপে পৌঁছেছি। "আমি আত্মবিশ্বাসী যে এই নতুন ভবনে আমরা বিশ্ব অর্থনীতির তৃতীয় ধাপে পৌঁছাব।" তিনি আরও বলেন, "আমরা যখন দরিদ্রদের উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করি তখন এই নতুন ভবনে আমরা সেই প্রকল্পগুলির সাফল্য উদযাপন করব।"

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বর্তমানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সময় এসেছে। নতুন এই সংসদ ভবন বিভিন্ন প্রযুক্তিতে সুসজ্জিত। সভায় নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সদস্যদের একে অপরকে সহায়তা করার আহ্বান জানান শ্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তিকে আমাদের জীবনের অংশ করে নিতে হবে। মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ এখন নতুন উদ্যমে এই কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করছে। লোকসভায় পেশ করা নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যখন জীবনযাত্রা সরলীকরণের কথা বলি তখন আমাদের উচিত সর্বপ্রথমে মহিলাদের জীবনযাত্রা সহজ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। " মহিলাদের ক্ষমতাকে সুযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। তাদের জীবন থেকে যদি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে হবে" বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি জনআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তিনি মুদ্রা যোজনা ও জনধন যোজনায় মহিলাদের অংশীদারিত্বের কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা এবং মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য তিন তালাক প্রথা বিলোপের মত কড়া আইন প্রণয়নের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জি-২০-র আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি বহু বছর ধরে বকেয়া ছিল। প্রত্যেকে এক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৬ সালে এই বিলটি প্রথম আনা হয় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অটলজির সময় এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়, কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক সদস্যের সমর্থন না পাওয়ায় বিলটি দিনের আলো দেখতে পায়নি। এই বিল অবশেষে আইনে পরিণত হবে এবং নারী শক্তিকে নিশ্চিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। একটি সংবিধান সংশোধনী বিল হিসেবে লোকসভায় নারী শক্তির বন্দন অধিনিয়ম বিল পেশের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই বিলের ওপর আগামীকাল আলোচনা হবে। মহিলাদের ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য এই বিলকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

২ পাতার পর

'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি পালনে বিভিন্ন সরকারি দফতরে নানা উদ্যোগ গ্রহণ

শ্রী শ্রীমন্ত কুমার মালি। অনুষ্ঠানে ইন্সপেক্টর জেনারেল ইকবাল সিং চৌহান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে এই অভিযান বিশেষ কার্যকর হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশ্বকে স্বচ্ছ করে তুলতে নবপ্রজন্মের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার পরিচায়ক এই ধরনের কর্মসূচি।

কলকাতাতেও একই দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় মানিকতলার সুভাষ সরোবরে এক স্বচ্ছতা অভিযানের আয়োজন করে উপকূলরক্ষী বাহিনী। স্বচ্ছ জলাধার ও দূষণমুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই কর্মসূচি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী প্রেম অনুপ সিনহা। অনুষ্ঠানে উপকূলরক্ষী বাহিনীর কর্মী ও তাঁদের পরিবার এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মীরা অংশ নেন। উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক সদর দফতরে এক বৃক্ষরোপন অভিযান পালন করা হয়। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার জনগণকে স্বচ্ছতার বিষয়ে সচেতন করার জন্য ছিল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষণ, মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আলাপচারিতা, ওয়াকাথন ইত্যাদি কর্মসূচি। প্রায় আড়াই হাজার উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবী এই বৃহৎ অভিযানে অংশ নেয়। বিভিন্ন সমুদ্রতট থেকে প্রায় এক হাজার ৫০০ কিলোগ্রাম লিটার সামুদ্রিক বর্জ্য ও প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হয়। "স্বচ্ছ উপকূল ও স্বচ্ছ সমুদ্র গড়ে তুলতে ও পরিবেশ দূষমমুক্ত করতে এই স্বচ্ছতা অভিযানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, কলকাতা, বহরমপুর, ধুপগুড়ি, ঘাটাল ও পুরুলিয়া-সহ কলেজ ও স্কুলগুলিতে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বর পরিস্কারের কর্মসূচি পালন করে এনএসএস শাখা। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ-ও পালন করে স্বচ্ছতা পক্ষ।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫৯ সংখ্যা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার ০১ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কানাডার কূটনীতিককে ভারত থেকে বহিষ্কার, ট্রুডোকে ইটের বদলে পাটকেল দিল নয়াদিল্লি

কানাডার মাটিতে খলিস্তানপন্থী এক শিখ আন্দোলনকারীকে হত্যার অভিযোগের প্রভাব আচমকাই ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক সমীকরণে। কানাডার অভিযোগ, এই হত্যাকাণ্ডে ভারতের হাত রয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে কানাডায় ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করে জাস্টিন ট্রুডোর দেশ। তার জবাব দিতে দেরি করেনি নয়াদিল্লি।এর পর সরাসরি কানাডার সরকারকে খোঁচা দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি বলছে, "এই ধরনের অপ্রমাণিত অভিযোগ আসলে খলিস্তানি জঙ্গি এবং চরম বা কট্টরপন্থীদের উপর থেকে নজর ঘোরাতে চায়। ঘটনাচক্রে, যাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কানাডায় এবং যাঁরা ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে হুমকি দিয়ে চলেছে। এ বিষয়ে কানাডা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী।" এই ঘটনায় ভারতে কানাডার হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কানাডার দূতাবাসে কর্মরত এক সিনিয়র কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ওই সিনিয়র কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে।পাল্টা ভারতে নিযুক্ত কানাডার এক সিনিয়র কূটনীতিককে বহিষ্কার করে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কানাডার দাবিকেও অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সব মিলিয়ে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আচমকাই ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা।

এ বছর জুন মাসে খলিস্তানপন্থী সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্স' বা কেটিএফের প্রধান তথা কানাডার সারের গুরু নানক শিখ গুরুদ্বার সাহিবের প্রধান হরদীপ সিংহ নিজ্জর খুন হন। দুই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী ৪৬ বছরের নিজ্জরকে গুরুদ্বার চত্বরের মধ্যেই গুলি করে খুন করে পালিয়ে যান। সেই ঘটনার তদন্তে ভারতের হাত খুঁজে পেয়েছে কানাডা। অন্তত, কানাডার পার্লামেন্টের জরুরি অধিবেশনে তেমনই দাবি করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। অভিযোগ ছিল, তাঁর সরকারের কাছে হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত সরকারের এজেন্টদের যোগ থাকার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। কানাডার তদন্তকারী সংস্থাগুলি এ বিষয়ে আরও বিশদে তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছেন ট্রুডো। পাশাপাশি কানাডার প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও কথা হয়েছে। সোমবার কানাডার 'হাউস অফ কমন্স'-এ তিনি বলেন, "কানাডার নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সক্রিয় ভাবে ভারত সরকারের এজেন্ট এবং কানাডার নাগরিক হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্রের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখছে।" একই সঙ্গে কানাডাস্থিত ভারতীয় এক কূটনীতিককে বহিষ্কারও করা হয়েছে। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি ভারতের 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' (আরএডব্লিউ)-এর কানাডার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাতেন। যদিও তাঁর নাম জানাননি মেলানি।পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি নয়াদিল্লি। কঠোর ভাষায় কানাডার পদক্ষেপের সমালোচনা করে সমস্ত অভিযোগকেই কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে কড়া বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে লেখা হয়, "আমরা কানাডার পার্লামেন্টে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেখেছি এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছি। পাশাপাশি, সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যকেও একই ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি।" তার পর সেই বিবৃতিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, "কানাডার মাটিকে ব্যবহার করে ভারতের কোনও রকম হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একই ধরনের অভিযোগ কানাডার প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও করেছিলেন এবং তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।"

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি ১৯ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করে বলেছেন যে, এই উৎসব প্রত্যেকের জীবনে সৌভাগ্য, সাফল্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী এক পোস্টে লিখেছেন:

"গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে দেশজুড়ে আমার পরিবার-পরিজনদের মঙ্গল কামনা করছি। সিদ্ধিদাতা গণেশের সঙ্গে যুক্ত এই উৎসব আপনাদের সবার জীবনে সৌভাগ্য, সাফল্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!"

"সব দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

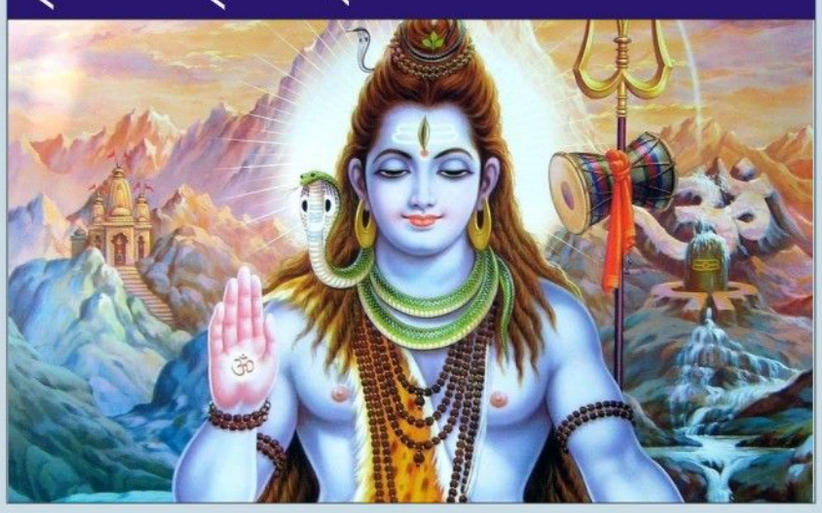

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

পূর্বে-পশ্চিমে যে যার গতিপথে কলকল্লোলে বয়ে চলেছে। গার্গী, দানকারীরা যে প্রশংসিত হয়, দেবতারা যজমানের বা ভক্তের, পিতৃগণ দর্বী অর্থাৎ শ্রাদ্ধান্নের অনুগত হয়, তাও এই অক্ষরপুরুষের শাসনে।' (বৃহদারণ্যক-৩/৮/৯)।

অনন্ত এই অসীম গুণের আধার যে ব্রহ্ম, তাঁর স্বরূপ কী? লক্ষ্যণীয় হলো, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের কোন সদর্থক বর্ণনা নেই। যেমন- 'যাজ্ঞবল্ক্য বললেন- গার্গী, ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণেরা বলেন, ইনিই সেই অক্ষরপুরুষ, যার ক্ষয় নেই। সেই অক্ষরপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রহ্মবিদেরা বলেছেন, তিনি স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন, তিনি খর্ব নন, দীর্ঘ নন; তিনি লোহিত নন, তরল নন; ছায়া নন, অন্ধকার নন, বায়ু নন, আকাশও নন। তিনি অসঙ্গত-অরস- কোন কিছুতে আসক্ত নন, রসসিক্তও নন, গন্ধহীন- ঘ্রাণেন্দ্রিয় যার সন্ধান পায় না; চক্ষুহীন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়হীন, মনহীন, তেজহীন, মুখহীন। তিনি অপরিমেয়, অন্তর-বাহির অর্থাৎ ভিতর-বার বলে তাঁর কিছু নেই। তিনি ভোক্তা নন আবার কারো ভোগ্যও নন।' (বৃহদারণ্যক-৩/৮/৮)।

কিন্তু সর্বব্যাপী যে অফুরন্ত সত্তা অস্তিত্ববান- সৎ বলে স্বীকার করা হয়, তাঁর বর্ণনা কেন এমন অভাবাত্মক হবে? এর উত্তর বৃহদারণ্যকেই দেয়া হয়েছে এভাবে- 'মহারজন-বাস্থ- হলুদে ছোপানো বস্ত্রের মতো পীতবর্ণ। 'পাণ্ডু-আবিকস্থ- আবিকম অর্থাৎ ভেড়ার লোমে তৈরি বস্ত্রের মতো পাণ্ডুরবর্ণ। 'ইন্দ্রগোপো'- ইন্দ্রগোপ কীটের মতো রক্তবর্ণ। 'যথা অগ্নিঃ অর্চিঃ'- অগ্নিশিখার মতো। 'যথা পুণ্ডরীকং'- শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র কান্তি। 'যথা সকৃৎ বিদ্যুত্তস্থ- একসঙ্গে অনেকগুলি বিদ্যুৎ চমকের মতো। যিনি সেই পুরুষকে এইভাবে জানেন, তিনি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই শ্রী লাভ করেন। কিন্তু এতা কথা বলার পরেও কি তাঁর রূপ প্রকাশ করা গেলো? গেলো না। মন ভরলো না। শুরু হলো বিচার। একটা শব্দ, একটা ভাষা। পরক্ষণেই- না। আবার একটা শব্দ, একটা ভাষা। আবার- না (না+ইতি=নেতি)। বললো 'নেতি' 'নেতি' বিচার। শেষে, সিদ্ধান্তে হলো- ইনিই শ্রেষ্ঠ। এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। কিন্তু কোন অভিধায় তা প্রকাশ করা যাবে। বলা হলো- ইনি 'সত্যের সত্য'। প্রাণসমূহ সত্য। ইনি সেই সত্য প্রাণসমূহ থেকেও সত্য।' (বৃহদারণ্যক-২/৩/৬)।

তবে এ প্রেক্ষিতে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়- 'প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীগণ মনে করতেন যে, কৃপা, ক্ষমা, প্রভৃতি ভাবাত্মক গুণে গুণী পুরুষগণই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন কারণ ঈশ্বরও ঐরূপ গুণযুক্ত; কিন্তু মানুষ তখন শ্রদ্ধা থেকে অগ্রসর হয়ে বুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, কাজেই তাদের বোঝানোর জন্য এবং যুক্তির পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রহ্মকে অভাবাত্মক বলে প্রচার করাই উপযোগী বলে মনে করা হলো।'- (দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-৩৪)।

কিন্তু উপনিষদীয় ভাবনা-ধারায় এই জগত ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এরূপ বেদাশ্রিত চিন্তাধারার উত্তরাধিকার হিসেবে উপনিষদকে পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হয়েছে যে, ব্রহ্মময় এই দৃশ্যমান জগতেরও একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা রয়েছে। ফলে এক অদ্ভুত সমন্বয়-প্রচেষ্টাও উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা হচ্ছে, এই মহাবিশ্বে, এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই দেহভাণ্ডে, যেখানে যা কিছু আছে ইন্দ্রিয়ের গোচরে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে; যা কিছু আছে প্রকট-অপ্রকট অবস্থায়, কোন কিছুই মিথ্যা নয়, অলীক নয়। সব সত্য। একই ব্রহ্ম দুটি রূপে বিরাজ করছেন সর্বত্র। এই দুটি রূপই সত্য। সত্যই ব্রহ্ম; ব্রহ্মই সত্য। সেই দ্বৈতরূপের মধ্যে অদ্বৈতরূপের সমন্বয়ক-চিন্তাটিই দেখা যায় বৃহদারণ্যকে- ওব্রহ্মের দুটি রূপ। একটি 'মূর্ত' অপরটি 'অমূর্ত'। একটি 'সৎ' (সত্তাবান, ব্যক্ত) অপরটি 'ত্যৎ' (সত্তাহীন, অব্যক্ত)।' (বৃহদারণ্যক-২/৩/১)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ

বৃহদারণ্যকের ন্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদও (ন্যূনতম ৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব) প্রাচীন ও যুগসন্ধিক্ষণের প্রথমকালের উপনিষদ হিসেবে তাতেও যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের প্রশংসা রয়েছে। যেমন- 'ধর্মের বিভাগ তিনটি। প্রথম- যজ্ঞ, বেদ-অধ্যয়ন, দান। দ্বিতীয়- তপস্যা। তৃতীয়- যতদিন দেহ ক্ষয় না হচ্ছে ততদিন অর্থাৎ যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন। যারা তা করে তারা পুণ্যলোকগামী হয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে তারা অমৃতত্ব লাভ করে।' (ছান্দোগ্য-২/২৩/১)।

ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকেরও পূর্ববর্তী উপনিষদ। ছন্দ শব্দের অর্থ হলো বেদগান। যাঁরা বেদগানে পারদর্শী, তাঁদের বলা হয় 'ছন্দোগ'। এই ছন্দোগদের শাস্ত্রকে বলে 'ছান্দোগ্য'। গানের মাধ্যমে যে বেদ পাঠ করা হয়, তা হলো সামবেদ। কিন্তু সমগ্র সামবেদই ছান্দোগ্য নয়। বৈশম্পায়ন ঋষির ন'জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিলো তাণ্ড্য। তিনি সামবেদের একটি শাখা তাণ্ড্য শাখার প্রবর্তক। এই শাখারই অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণে আছে দশটি প্রপাঠক বা অধ্যায়। তার শেষ আটটি অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ- যার শুরু ব্রহ্মবাচী অক্ষরপুরুষ 'ওঁ' (ওম)। এই প্রসঙ্গে ঋষি অরবিন্দ লিখেছেন- 'ছান্দোগ্যের এই আরম্ভ থেকে বোঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের জন্য সমগ্র আত্মনিয়োগ করবার যথাযথ ও সম্পূর্ণ পথনির্দেশ করা এবং তার উপযোগী সব মনোভাব ও তার সব উপায় স্পষ্ট করে বলা। বিষয়বস্তু ব্রহ্মা, কিন্তু বেদের পুণ্য অক্ষর ওঁ (ওম্) যার প্রতীক, সেই ব্রহ্ম। সুতরাং তার প্রতিপাদ্য কেবলমাত্র সর্বময় শুদ্ধসৎ নয়, আত্মার সব অংশ বা কলা- ভূর্ভুবঃ স্বঃ, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ব্যক্ত-অর্ধব্যক্ত-নিগূঢ়, সব বিভাবই তার বর্ণনীয়, সেসব লোক অধিকার করা, ভোগ করা এবং অতিক্রম করে যাবার ঠিক পথ নির্দেশ করাও ছান্দোগ্যের উদ্দেশ্য।'- (সূত্র: উপনিষদ সংগ্রহ, সংকলন ও ভাষান্তর চিত্তরঞ্জন ঘোষাল, পৃষ্ঠা-৩৬৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদের শুরুটা হলো এভাবে-'ওম এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করবে। কারণ প্রথমে ওম উচ্চারণ করে পরে উদ-গান করা হয়। (ওঁ বা ওম হলো পুরুষোত্তম অক্ষর-অক্ষরপুরুষ। উপনিষদের ঋষি প্রথমেই উদ-গীথের উপাসনা করতে বলেছেন। উদ-গীথ হলো সামবেদের একটি অংশ বা সামগানের একটি অবয়ব। উদ-গীথ গানে প্রথমেই উচ্চারণ করতে হয় ওঙ্কার। অর্থাৎ গানের শুরুতেই ওঙ্কারের উচ্চারণ, তার পর গীত। ওঙ্কার এই শব্দের মধ্যেই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি; ওঙ্কার এই ধ্বনির মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত। উপনিষদের ঋষিমাত্রেই এই রহস্যেও দ্বার উদ্ঘাটনে তৎপর হয়েছেন।)' (ছান্দোগ্য-১/১/১)।

ছান্দোগ্যের প্রধান দার্শনিক উদ্দালক আরুণি (গৌতম) ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। বেশ কিছু কাহিনী এবং আখ্যায়িকায়, সেই সঙ্গে কথোপকথনের আঙ্গিকে এই উপনিষদটি সুসমৃদ্ধ। যেমন, চাক্রায়ণ-উষস্তির কাহিনী, কুকুরের সামগান, দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির তত্ত্ব-উপদেশ, জানশ্রুতি-পৌত্রায়ণ ও শকট-চালক রৈক্কের আখ্যায়িকা, সত্যকাম-জাবালার আখ্যায়িকা, উপকোশলের কাহিনী, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ এবং প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী, শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ, অশ্বপতি-ষড়ব্রাহ্মণ সংবাদ, আরুণি-শ্বেতকেতুর কাহিনী, প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ ইত্যাদি। তবে কোন কাহিনীই কেবলমাত্র গল্পকথা নয়, সবকটি আখ্যায়িকাই প্রতীকধর্মী। সবিশেষ বিদ্যা বা তত্ত্বকে সাধারণে বোধগম্য করার জন্যই উপনিষদের ঋষি এইসব কাহিনী বা আখ্যায়িকার মাধ্যম গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হয়।

প্রথম দুই অধ্যায় ব্রাহ্মণ অংশ থেকেই পুষ্ট হয়েছে। উপনিষদের সামগান এবং 'ওম্-এর মহিমা এতে কীর্তিত হয়েছে। তবে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে, কারো কারো মতে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পুরোহিতগণ সামগান করেন তাঁদের সম্পর্কে একটা পরিহাস করা হয়েছে কুকুরের সামগান আখ্যায়িকার মাধ্যমে। যদিও উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কুকুরকে প্রাণের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ব্যাখ্যায়-

'ঋক দালভ্য বা গ্লাব মৈত্রেয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

চিত্রনাট্যে ছিলই না শাহরুখের বিখ্যাত সেই সংলাপ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'জওয়ান' ঝড়ে কাঁপছে বলিউড। দর্শকদের মুখে ঘুরছে এ সিনেমার একটি সংলাপ্ত 'বেটে কো হাত লাগানে সে প্যাহেলে বাপ সে বাত কারো'। বাংলার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়- ছেলের গায়ে হাত দেওয়ার আগে বাবার সঙ্গে কথা বলো'। সিনেমা মুক্তির আগেই শাহরুখ খানের মুখে এ সংলাপ শুনে তৈরি হয়েছিল জল্পনা। ২০২১ সালে মুম্বাই মাদককাণ্ডে ছেলে আরিয়ান খান গ্রেপ্তার হওয়ার পরে কখনও তা নিয়ে জনসমক্ষে মুখ খোলেননি শাহরুখ। তবে কি নিজের সিনেমার মাধ্যমেই বিশেষ কাউকে বার্তা দিতে চাইছেন বলিউডের বাদশা? কৌতূহল তৈরি হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে। সেই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছিল 'জওয়ান'-এর সাম্প্রতিকতম প্রোমোয়। এ বার সেই সংলাপের নেপথ্যের গল্প শোনালেন সিনেমার সংলাপ লেখক সুমিত অরোরা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুমিত জানান, প্রাথমিকভাবে নাকি চিত্রনাট্যে ছিল না ওই সংলাপ। সিনেমার ওই বিশেষ দৃশ্যের শুটিংয়ের দিনেই নাকি হঠাৎ করে সংলাপের ভাবনা মাথায় আসে। সুমিত বলেন, এই জন্যই সিনেমা বানানোর প্রক্রিয়াটা এত আকর্ষণীয়। যখন ওই দৃশ্যের শুটিং হচ্ছে, তখনই আমাদের সবার মনে হয়েছিল, ওখানে শাহরুখের মুখে কিছু একটা জোরদার সংলাপ থাকা উচিত। আমাকে যখন ওই দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় সেটে ডাকা হয়, তখন খুব সহজভাবে আমার মাথায় এই সংলাপটাই এসেছিল। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে শাহরুখের প্রথম প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা 'জওয়ান'। ইতোমধ্যেই বিশ্বজোড়া বক্স অফিসে ৬৫০ কোটিরও বেশি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে অ্যাটলি পরিচালিত এই সিনেমা।

আয় নয়, ব্যয় বেড়েছে সোনাক্ষীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয় শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখতে কত কী করতে হয়! তার কতটুকুই বা জানা যায়। বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার হাতে এ মুহূর্তে কোনো কাজ নেই। এরপরও সম্প্রতি তিনি মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। সমুদ্রমুখী এ ফ্ল্যাট কিনতে তাঁকে গুনতে হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি রুপি।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, মুম্বাইয়ের বান্দ্রার অরিয়েট বিল্ডিংয়ের ২৭ তলায় অবস্থিত সোনাক্ষীর নতুন ফ্ল্যাট। এ বিল্ডিংয়ে অনেক তারকা ও শিল্পপতি বাস করেন। ২ হাজার ২০০ স্কয়ার ফুটের বেশি আয়তনের এ ফ্ল্যাট থেকে সমুদ্র, আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন সোনাক্ষী। তা ছাড়া চারটি গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধাও পাবেন এই অভিনেত্রী।

২০২০ সালে বান্দ্রায় আরেকটি ফ্ল্যাট কেনেন সোনাক্ষী। চার বেডরুমের এ ফ্ল্যাট কিনতে তাঁকে গুনতে হয়েছিল ১৪ কোটি রুপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৮ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বেশি।

এ অভিনেত্রীর পরবর্তী সিনেমা 'কাকুডা'। হরর-কমেডি ঘরানার এ সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন রিতেশ দেশমুখ। আদিত্য শরপোদ্দার পরিচালিত সিনেমাটি আগামী ১৩ অক্টোবর মুক্তির কথা রয়েছে।

কঙ্গনা, আলিয়াই তো বলিউডের রানি

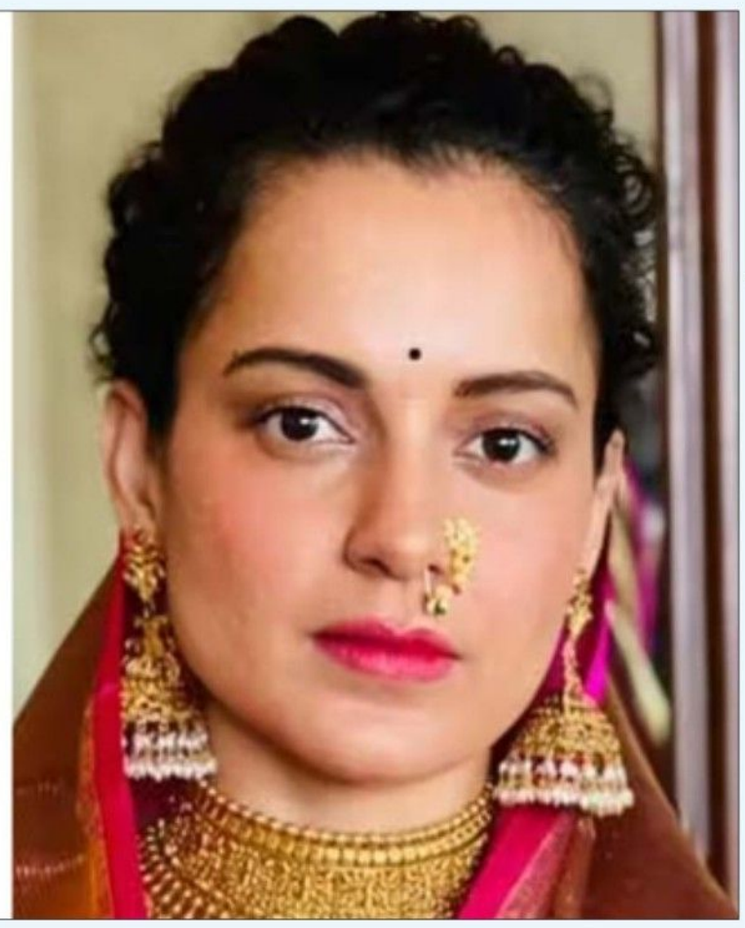

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তারকা-সন্তানদের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের। বরাবরই স্টার কিডদের নিয়ে সমালোচনা করে আসছেন এ অভিনেত্রী। তবে সম্প্রতি সমাজমাধ্যমের পাতায় দেখা মিলল ঠিক তার উল্টোটা। বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভট্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা, তাকে 'বলিউডের রানি' আখ্যা দিতেও পিছপা হলেন না নায়িকা। সমাজমাধ্যমের পাতায় সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভিডিও। বলিউড পরিচালক মহেশ ভট্টের মেয়ে আলিয়া। জন্মসূত্রে তারকা-সন্তান তিনি। বলিউডে পা রেখেছেন কারান জোহারের প্রযোজিত ছবির মাধ্যমে। স্বজনপোষণের অভিযোগে কারানকে যেমন বার বার কাঠগড়ায় তুলেছেন কঙ্গনা, আলিয়াকেও ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। তারকা-সন্তান হওয়ার সুবাদেই নাকি একের পর এক ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়েছেন আলিয়া, একাধিক বার এমন দাবি করেছেন কঙ্গনা।

সেই কঙ্গনার গলাতেই এখন উল্টো সুর! আলিয়ার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত তিনি! যদিও সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয় তা। ২০১৮ সালে মেঘনা গুলজার পরিচালিত 'রাজি' মুক্তি পাওয়ার পর সেই ছবি দেখে মন খুলে আলিয়ার গুণগান গেয়েছিলেন কঙ্গনা। সেই ভিডিয়োই সমাজমাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রতি। চলতি বছরের জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে যাদের জন্য সেরা অভিনেত্রীর শিরোপা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কঙ্গনা, আলিয়া তাদেরই একজন। আলিয়া সেরা অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরে সমাজমাধ্যমের তাকে নিশানা করে কোনও পোস্ট না করলেও কঙ্গনা যে এতে বিশেষ খুশি হননি, তা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি নেটাগরিকদের।

তবে সম্প্রতি 'জওয়ান' মুক্তির পরে শাহরুখ খানের ঢালাও তারিফ করেছেন বলিউডের 'কুইন'! গত কয়েক বছরে বলিউডে কোনও ছবিতেই তেমন ভাবে দাগ কাটতে পারেননি কঙ্গনা। অগত্যা দক্ষিণী ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তিনি। সহকর্মীদের সমালোচনা করার ফলে বলিউডে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে গিয়েছেন নায়িকা।

পোশাক নিয়ে বিতর্কে সুনিধি, ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পোশাক নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন বলিউড গায়িকা সুনিধি চৌহান। সম্প্রতি একটি কনসার্টে বলিউড গায়িকা সুনিধি চৌহান কণ্ঠে তুলেছেন 'মুসাফির' সিনেমার গান। তার পরনে কো-অর্ড টু-পিস পোশাক।

একই ডিজাইনের পোশাক পরে তার সঙ্গে নাচছেন একঝাঁক নৃত্যশিল্পী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। সুনিধির সুরের জাদুতে মুগ্ধ শ্রোতারা। কিন্তু আবেদনময়ী লুকে মঞ্চে তার নাচ আলাদাভাবে নজর কেড়েছে।

এ নিয়ে জোর চর্চা চলছে নেটদুনিয়ায়। অনেকে তাকে ট্রল করতেও ছাড়ছেন না।

একজন লিখেছেন, 'সুনিধি চৌহানের কনসার্টের ভিডিওটি দেখুন। তিনি টেইলর সুইফটের ভাইভস দিয়েছেন। মঞ্চে তার নাচের তাল, এসব পোশাক তার জন্য উপযুক্ত নয়।'

আরেকজন লিখেছেন, 'অর্ধ নগ্ন হয়ে সুনিধির কনসার্ট করা কি জরুরি?' এমন অসংখ্য মন্তব্য ভেসে বেড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়।

উল্লেখ্য, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সংগীত ক্যারিয়ার শুরু করেন সুনিধি চৌহান। 'ধুম্মা চালে', 'আজা নাচলে', 'ডান্স পে ডান্স', 'শিলা কি জওয়ানি', 'কামলি'সহ বলিউডে বেশ কিছু প্লেব্যাক দিয়ে সুনিধি চৌহান নিজের জায়গা করে নেন।

বিশেষ করে বলিউডের আইটেম গানে প্রায়ই তার কণ্ঠ শোনা যায়। হিন্দিসহ বিভিন্ন ভাষার গান কণ্ঠে তুলেছেন ৪০ বছর বয়সী সুনিধি। বাংলাদেশি সিনেমার গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন এই গায়িকা। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চারবার ফোর্বসের ভারতের ১০০ তারকা তালিকায় তার নাম এসেছে।

মরক্কোর ম্যাচে

জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে সূরা ফাতিহা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ৮ সেপ্টেম্বর ৬ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মরক্কোর মধ্যাঞ্চল। এতে আনুমানিক তিন হাজার মানুষ মারা যান। দীর্ঘ ৬ দশকের মধ্যে মরক্কোতে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প।

এ ভূমিকম্পের একদিন পরই লিবিয়ায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়-বন্যা দেখা দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঘটিত জলোচ্ছ্বাসে শহররক্ষা বাঁধ ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দেশটির উপকূলীয় শহর দেরনা। দেরনাতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। আর দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ১৮ থেকে ২০ হাজার হতে পারে।

১২ সেপ্টেম্বর ভূমিকম্প ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দেশ দুইটির জন্য মরক্কো বনাম বুরকিনা ফাসোর ম্যাচে জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা হয়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে উপস্থিত দর্শকরাও তেলওয়াত করেন।

ফ্রান্সের লেন্স বোলার্ট-ডেলিলিস স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি শুরুর আগে ভূমিকম্প ও বন্যায় নিহতদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এসময় স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার সমর্থক সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন।

ম্যাচটিতে মরক্কো ১-০ গোলে জয় পায়। দলের পক্ষে ম্যাচের ৩৬তম মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন আজজেদিন ওনাহি।

খুনের প্ররোচনার দায়ে

পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কারাদণ্ড

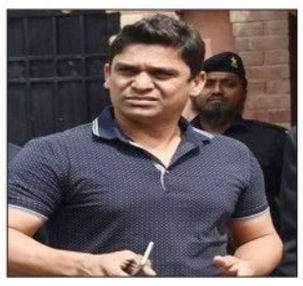

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নেদারল্যান্ডসে উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতা গির্ট ওয়াইল্ডার্সকে হত্যার প্ররোচণা দেয়ার জন্য সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার খালিদ লতিফকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে একটি আদালত। খবর বিবিসির

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আদালত ঘোষণা করেছে যে, ৩৭ বছর বয়সী খালিদ লতিফের বক্তব্যে হত্যা, বিদ্রোহ এবং হুমকির জন্য উস্কানি দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, খালিদ লতিফ পাকিস্তানের বাসিন্দা এবং শুনানির সময় তিনি এই মামলায় উপস্থিত হননি। শাস্তির খবর বেরিয়ে আসার পরও তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।

মামলার শুনানির সময়, প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে, নেদারল্যান্ডস এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিচার বিভাগীয় সহযোগিতা বা সন্দেহভাজনদের প্রত্যার্পণের বিষয়ে কোন চুক্তি নেই এবং মামলায় সহযোগিতার জন্য করা দরখাস্তগুলোর কোনো উত্তর পাকিস্তান থেকে দেয়া হয়নি। আদালত বলেছে, প্রসিকিউশন প্রমাণ করেছে যে, খালিদ লতিফ ২০১৮ সালে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। যেখানে তিনি গির্ট ওয়াইল্ডার্সকে হত্যার জন্য ৩ মিলিয়ন রুপি পুরস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন।

পাকিস্তানে গির্ট ওয়াইল্ডার্সের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সময় এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণ ছিল, তিনি ইসলামের নবীর কার্টুনচিত্রের একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছিলেন, যা পরে জনগণের প্রতিক্রিয়ার কারণে বাতিল করা হয়েছিল।

হেগের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট জানিয়েছে যে, দোষী হিসেবে সাব্যস্ত খালিদ লতিফ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে, তিনি নির্দিষ্টভাবে গির্ট ওয়াইল্ডার্সের হত্যার কাজে কেউ জড়িত থাকলে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খালিদ লতিফ পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি পাকিস্তানের হয়ে পাঁচটি ওয়ানডে এবং ১৩টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তিনি ২০১০ সালের এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান দলের অধিনায়কও ছিলেন। কিন্তু স্পট-ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার জন্য ২০১৭ সালে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন।

গির্ট ওয়াইল্ডার্স (৬০) ইউরোপের উগ্র ডানপন্থী নেতাদের একজন এবং গত দুই দশক ধরে নেদারল্যান্ডসে অভিবাসন বিতর্ক গঠনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তবে তিনি কখনো সরকারে ছিলেন না।

তার ফ্রিডম পার্টি (পিভিভি) ডাচ পার্লামেন্টের তৃতীয় বৃহত্তম দল এবং প্রধান বিরোধী দল। গির্ট ওয়াইল্ডার্স ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি পুলিশি সুরক্ষার অধীনে রয়েছেন।

মনে রাখা দরকার যে, গির্ট ওয়াইল্ডার্স নিজের মৃত্যুর হুমকি এবং অন্যদের জীবনের হুমকির কারণে ইসলামের নবীর স্কেচ প্রতিযোগিতা বাতিল করার ঘোষণা দেন। তার বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, ইসলামি সহিংসতার বিপদের কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে স্কেচ তৈরির জন্য কোন প্রতিযোগিতা হবে না।

নেদারল্যান্ডস পার্লামেন্টে গির্ট ওয়াইল্ডারের রাজনৈতিক দলের অফিসে ২০১৮ সালের নভেম্বরে ইসলামের নবীর স্কেচিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

তবে প্রতিযোগিতার ঘোষণার পর পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং পাকিস্তানের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে লাহোর থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে।

প্রতিযোগিতা বাতিলের ঘোষণার পর পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি একে 'নৈতিক বিজয়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

পিএসজি ছেড়ে আল-আরাবিতে যোগ দিচ্ছেন ভেরাত্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তি কাতারের ক্লাব আল-আরাবিতে যোগ দিচ্ছেন। তারকা এ মিডফিল্ডার ইতোমধ্যেই পিএসজি ছেড়ে গেছেন বলে ফরাসি জায়ান্টরা নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, পিএসজি ছাড়ার পরই আল-আরাবির পক্ষ থেকে ক্লাব জার্সি পড়া ভেরাত্তির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে।

১১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে যাওয়া ভেরাত্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে কাতারে মালিকানাধীন পিএসজি।

ক্লাব সভাপতি নাসির আল-খেলাইফি এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের ক্লাবের অসাধারণ ইতিহাসে ভেরাত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।'

ভেরাত্তির বরাত দিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'প্যারিস, এই ক্লাব ও এর সমর্থকরা সবসময়ই আমার হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে থাকবে। আমি সবসময় নিজেকে ফরাসি হিসেবেই মনে করবো।'

৩০ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার সাম্প্রতিক সময়ে ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। এছাড়া মাঠে শৃঙ্খলা ভঙ্গের বেশ কিছু রেকর্ডও তার রয়েছে। পিএসজি ক্যারিয়ারে তিনি সর্বমোট ১৪১টি হলুদ কার্ড ও ছয়টি লাল কার্ড পেয়েছেন।

গত মৌসুমে নিষেধাজ্ঞা ও ইনজুরির কারণে লিগ ওয়ানে মাত্র ২৯টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন। একই কারণে ২০১৪-১৫ সালে খেলেছিলেন ৩২টি ম্যাচ।

পিএসজির হয়ে ভেরাত্তি নয়টি ফরাসি লিগ, ছয়টি ফ্রেঞ্চ কাপ জয় করেছেন। ২০২১ সালে ইতালির জাতীয় দলের হয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয় করেছেন।

গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার মার্কেটের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সৌদি পেশাদার লিগেও বেশ কয়েকজন তারকা খেলোয়াড় পাড়ি জমিয়েছেন। ভেরাত্তি দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কাতারের লিগে নাম লেখালেন। এর আগে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ফিলিপ কৌতিনহো প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলা থেকে কাতারি ক্লাব আল দুহাইলে যোগ দিয়েছেন।

১৪ বছর অপেক্ষার পর

কোহলির দেখা পেলেন লঙ্কান নারী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৪ বছর অপেক্ষার পর কোহলির দেখা পেলেন লঙ্কান নারী

ভারতের দুর্দান্ত ক্রিকেট প্লেয়ার বিরাট কোহলি। সার বিশ্বজুড়ে রয়েচে তার ভক্তকুল। তার খেলা দেখতে দুর-দুরান্ত থেকে ছুটে আসে ভক্তরা।

তবে শ্রীলঙ্কার সেই কোহলি-সমর্থকের জন্য সুবিধাই হয়েছে বলতে হয়। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কা যেহেতু এবার সহআয়োজক, তাই কোহলির খেলা দেখতে কষ্ট করে সেই ভক্তকে অন্য কোনো দেশে যেতে হয়নি।

কলম্বোয় পরশু শ্রীলঙ্কাকে ৪১ রানে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে ওঠে ভারত। পরদিন অর্থাৎ হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কেউ আবার পরিবারকে সময় দিয়েছেন। আর কোহলি কলম্বোর হোটেল লবিতে কিছুক্ষণ সময় দেন এক লঙ্কান ভক্তকে।

হাতে বানানো। ভিডিওতে কোহলির প্রতি সেই ভক্তকে বলতে শোনা গেছে, '২০০৯ সাল থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় আছি।' কোহলি উপহারটি নিয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলেছেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগল। এটার জন্য ধন্যবাদ।'

বরাবরের মতোই ভালো ফর্মে আছেন কোহলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯৪ বলে ১২২ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেছেন। এবারের এশিয়া কাপে এ পর্যন্ত ৩ ইনিংসে ১২৯ রান তার।

তবে কোহলিকে নিয়ে ভক্তদের এই পাগলামি কিন্তু নতুন কিছু নয়। গত পরশু ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এক ভক্ত জিব দিয়ে কোহলির প্রতিকৃতি এঁকেছেন। ৯ সেপ্টেম্বর টুইটারে ভিডিওটি প্রকাশ হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক চিত্রশিল্পী প্লেটে কালো রং ঢেলে জিবের মাথা দিয়ে রং নিয়ে ক্যানভাসে কোহলির প্রতিকৃতি আঁকছেন। ভিডিওটি এখন পর্যন্ত প্রায় ২৮ লাখ বার দেখা হয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, কোহলির প্রতি ভালোবাসাকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন এই ভক্ত।

ক্রিকেটারদের জন্য 'নেক গার্ড'

বাধ্যতামূলক করলো অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফিল হিউজের মৃত্যুর পর ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার জন্য বেশ কঠোর অবস্থান নেয় বোর্ডগুলো। হেলমেটে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। তবে অনেক ক্রিকেটারই বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে ঘাড়ের নিরাপত্তার এবার নতুন নিয়ম চালু করতে যাচ্ছে তারা। দেশটির ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের জন্য নতুন এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যা বাধ্যতামূলকভাবে মানতে হবে ক্রিকেটারদের। না মানলে নিয়মানুযায়ী শাস্তির পেতে হবে। এই নিয়ম নারী-পুরুষ উভয় দলের জন্য প্রযোজ্য।

এই ব্যাপারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হেড অব অপারেশন পিটার রোচ বলেন, 'ক্রিকেটে মাথা এবং ঘাড় রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারদের অনেক বিস্তৃত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

যদিও অজি ক্রিকেটারদের অনেকেই এই গার্ড ব্যবহারে তেমন আগ্রহী নয়। দলটির তারকা ক্রিকেটার স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খাজাদের মতো তারকা ক্রিকেটারদেরও এই ব্যাপারে প্রচণ্ড অনীহা। ফলে ঘাড়ের প্রটেকশন ব্যবহারে এবার কঠোর অবস্থানে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট।

১৮২ হাঁকিয়ে স্টোকস জানালেন,

এখন তিনি শুধুই ব্যাটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে থেকে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত পেস বোলিং অলরাউন্ডার ছিলেন বেন স্টোকস। অবসর ভেঙে ফিরেছেন শুধু ব্যাটিং করবেন এই শর্তে। পূর্বে পাঁচ ও ছয় নম্বর অর্ডারে ব্যাটিং করেছেন তিনি। এখন ক্রিজে আসবেন চার অথবা পাঁচে। বুধবার রাতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচে যেমন তিনি নেমেছিলেন চারে। ওপেনার জনি বেয়ারস্টো শূন্য ও তিনে নামা জো রুট ৪ রান করে ফেরার পর। দলের রান তখন ২ উইকেটে ১৩। সেখান থেকে ওপেনার ডেভিড মালানের সঙ্গে ১৯৯ রানের জুটি দিয়েছেন বেন স্টোকস। মালান ৯৬ রান করে ফিরলেও স্টোকস করেছেন ১৮২ রান। ইংল্যান্ড নয় বল থাকতে অলআউট হলেও স্টোকসের ১২৪ বলে ১৫টি চার ও নয়টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ৩৬৮ রান তোলে দল। কিউইদের তারা ১৮৭ রানে অলআউট করে তুলে নিয়েছে ১৮১ রানের বিশাল জয়। ম্যাচ শেষে স্টোকস বলেছেন, এই প্রথমবার তিনি মানসিকভাবে স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। যার ফল তার ওই ইনিংস। তিনি বলেছেন, 'আমার মনোযোগ থাকবে একটা বিষয়ে। প্রথমবার এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। গত ১৮ মাস আমি শুধু ব্যাটিং করবো নাকি বোলিংও করবো এই নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম। এখন আমি জানি যে, কেবল একটা বিষয়ে মনোযোগ থাকবে আমার। এটাই দলে আমার দায়িত্ব। মাথায় ওই বিষয়টি থাকায় আমি অবদান রাখতে পেরেছি।'

চারে ব্যাটিং করা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, 'আমি চাইবো যেন আগেভাগে ক্রিজে যেতে না হয়। টপে অন্যরা ভালো খেলুক এটাই চাইবো। আমি ওয়ানডেতে এতো বছর পাঁচ-ছয়ে ব্যাটিং করেছি। এখন চারে খেললে আমি ব্যাটিং এপ্রোচে তেমন পরিবর্তন আনবো না। আমি সেটার দরকার আছে বলে মনে করি না।'

'প্যাডেল' খেলায়

রোনালদোর বড় অঙ্কের বিনিয়োগ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজের ফুটবল ক্যারিয়ার প্রায় শেষ প্রান্তে। শেষ সময়টা অর্থবিত্তে মোড়ানো সৌদি আরবের ফুটবলে কাটাচ্ছেন পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এর পাশাপাশি তিনি নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও দেখছেন। তবে এবার কিছুটা কম পরিচিত এক খেলায় প্রায় ৫৯ কোটি টাকা (৫৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা) বিনিয়োগ করছেন সিআরসেভেন। টেনিস আর স্কোয়াশের মিশ্রণে গঠিত খেলাটির নাম 'প্যাডেল'।

এ কাজে রোনালদো পর্তুগিজ প্যাডেল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। কেবল খেলাটির উন্নয়নই নয়, লিসবন শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ওইরাস শহরে আস্ত একটা 'সিটি অব প্যাডেল' তৈরি করবেন তিনি। এ প্রকল্পে রোনালদোর কোম্পানি 'সিআর৭' ৫০ লাখ ইউরো বিনিয়োগ করছে।

বড় অঙ্কের এই চুক্তি নিয়ে পর্তুগিজ প্যাডেল ফেডারেশনের সভাপতি রিকার্দো ওলিভেইরা বলছেন, 'এটা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো। রোনালদোর চেয়ে ভালো সঙ্গী আমরা আর পেতাম না। সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়ের পাশাপাশি অনেক বড় ব্যবসায়ীও। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, এই প্যাডেল সিটির সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে অন্য কোনো জায়গার তুলনা হবে না। এর মাধ্যমে পর্তুগাল আন্তর্জাতিকভাবে প্যাডেল খেলায় শক্তিতে পরিণত হবে।'

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে রোনালদোকে প্যাডেল খেলতে দেখা যায়। তিনি নিজেও প্যাডেলের ভক্ত। হয়তো ব্যবসার সঙ্গে এ খেলার প্রতি ভালোবাসা থেকেও এত টাকা বিনিয়োগ করছেন রোনালদো। তার দেশে এখন প্যাডেল বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। যদিও খেলাটির উৎপত্তি মেক্সিকোয়। এনরিক কোরকুয়েরা নামের এক ব্যক্তি নিজের স্কোয়াশ খেলার কোর্ট ঠিক করতে গিয়ে ১৯৬৯ সালে খেলাটি আবিষ্কার করেন। প্যাডেল অনেকটা টেনিসের মতো হলেও টেনিসের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। যদিও টেনিসের প্রায় সব নিয়মের সঙ্গে এর মিল দেখা যায়। প্যাডেল মূলত টেনিস আর স্কোয়াশের মিশ্রণ। স্কোরিংয়ের নিয়ম, স্ট্রোক এবং টেকনিকও টেনিসের মতোই। প্যাডেল কোর্টে স্কোয়াশের মতোই দেয়াল থাকে এবং স্কোয়াশ খেলার সঙ্গেও এই খেলার বেশ মিল আছে। সব সময় কোমরের নিচে বল সার্ভ করতে হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR